চুরি হওয়া অর্থ পাচার ঠেকাতে আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামো গঠনের তাগিদ প্রধান উপদেষ্টার

সংগৃহীত ছবি

রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের প্রধান ফ্রাঁসোয়া ভ্যালেরিয়ানের সঙ্গে বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, চুরি হওয়া অর্থ পাচার রোধে কঠোর বৈশ্বিক আইন প্রণয়ন ও কার্যকর বাস্তবায়ন জরুরি। তিনি আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার দ্বৈত মানদণ্ডের সমালোচনা করে টিআইকে আরও জোরালো ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

চুরি হওয়া অর্থের পাচার বন্ধে কার্যকর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বৈশ্বিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) প্রধান ফ্রাঁসোয়া ভ্যালেরিয়ানের সঙ্গে বৈঠকে তিনি বলেন, “অধিকাংশ সময় আমরা জানি এই অর্থ কোথা থেকে আসছে। তবুও এটিকে বৈধ অর্থ স্থানান্তর হিসেবে গ্রহণ করা হয়, কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় না।”

তিনি জানান, স্বৈরাচারী শাসনের সময় প্রতি বছর অন্তত ১৬ বিলিয়ন ডলার বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়েছে। আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ও বিদ্যমান আর্থিক নিয়মকানুনের তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন, কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান জেনেশুনেই অবৈধ অর্থ গ্রহণ করে, যা দ্বৈত মানদণ্ডের উদাহরণ।

ফ্রাঁসোয়া ভ্যালেরিয়ান বৈঠকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তবে অর্থ পাচার ঠেকাতে শক্তিশালী বৈশ্বিক সহযোগিতা ও কঠোর আন্তর্জাতিক বিধিবিধানের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রধান উপদেষ্টা টিআইকে আহ্বান জানান, চুরি হওয়া অর্থের নিরাপদ আশ্রয় বন্ধে আন্তর্জাতিক ফোরাম গঠনে সহায়তা করতে। এতে বৈশ্বিক পর্যায়ে আইনি কাঠামো শক্তিশালী হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এসময় টিআইবির প্রধান ইফতেখারুজ্জামান জানান, টিআইবি ও যুক্তরাজ্যের যৌথ প্রচেষ্টায় শেখ হাসিনার সহযোগীদের অর্জিত সম্পত্তি জব্দে ভূমিকা রাখা সম্ভব হয়েছে।

বৈঠকে আরও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসডিজি বিষয়ক সমন্বয়কারী ও জ্যেষ্ঠ সচিব লামিয়া মোরশেদ এবং প্রেস সচিব শফিকুল আলম।